আমার ঈশ্বর

রফিক উল ইসলাম

ভালো মানুষদের সঙ্গে সবসময় কীরকম এক অজানা ঈশ্বরের
গন্ধ লেগে থাকে। ঈশ্বর ঠিক কত প্রকারের হন?
গেরুয়া পাঞ্জাবির জন্যে একজন, কালো প্যান্টের জন্যে
অন্য জন? এভাবে পরিমাপ করতে গেলে কোটি কোটি ঈশ্বরের সঙ্গে
আমাদের নিত্য বসবাস। যাতে কোনো ছোপ না লাগে,
কালো যেন কিছুতেই ফ্যাকাশে না হয়।

ভালো মানুষদের ছায়ায় ছায়ায় যে ঈশ্বর সুরভিত হয়ে ওঠেন,
তাঁর হাতে গীতাও থাকে না, কোরআন এমনকী বাইবেলও
থাকে না। পথ থেকে পথের ভেতর হারিয়ে যাওয়া যে জীবন,
যেসব জটিল অনুপ্রবেশ, কোথা থেকে অল্প একটুখানি ভালো এসে
হঠাৎই সব সহজ করে দেয়। আমি শুধু সেই ঈশ্বরের খোঁজে
উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি।

সমগ্র একজন ঈশ্বরের যোগ্য আমি নই। সেই অভীপ্সাও
নেই আমার। শুধু একজন অতিসামান্য সহজ মানুষকে যে ঈশ্বর
সুরভিত করে তোলেন, আমি কেবল তাঁরই
স্পর্শ পেতে চাই!

অন্য কবিতা

সৌমিত বসু

চাঁদের ওপিঠ থেকে উঁকি দিয়ে
তারাগুলি চিনে ফেলে পরিচয়লিপি
মনীন্দ্র গুপ্তের চাঁদ ডিঙি মেরে দেখে নেয়
চাঁচের বেড়ার ফাঁকে আলো চালাচালি
গরম ভাতের পাশে সন্তর্পণে শুয়ে থাকা তিনটি দশক
কতো কবিতার সেনসেক্স, অতর্কিতে পারদের ওঠানামা পড়া
নার্সিংহোম জুড়ে উড়ে চলা তুলোর ভেতরে
এক একটি বালিকার ডানাহীন উড়ে চলা শ্মশানের দিকে
কুয়াশা মেঘের পিঠে একটি চালাক চাঁদ
এই সব টুকু রাখে প্রাচীন অক্ষরে

এ পর্যন্ত লিখে যদি উঠে যাই, যদি ভেঙে ফেলি নিব
যদি আর ফিরে না আসি, না পায় দৃষ্টি দশফুল আলোর ওপারে, ঝঞ্ঝাট
বাঁধিয়ে দেয় বাঁশে শরীর বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা আধভাঙা চাঁদ
ফুটপাত আলো করে শুয়ে থাকা জ্যোৎস্নার কাঁথা
তাহলে একলাফে উঠে পড়বোই তোমার কোলে, তাছাড়া মনীন্দ্র গুপ্ততো
বাবা নয় যা দেখাবে দেখে যেতে হবে
শতছিন্ন হতে হবে নিজের নখরে, হলেই বা পরিচয়হীন

দানপত্র

শুভব্রত চক্রবর্তী

রাত্রি ছিল তখনো উন্মাদ
দিগম্বরী ঝড়ের মাখামাখি
এবং সাথে যে ছিল ঝরা পাতা
অনেক দূরে, কেবল দিল ফাঁকি।

আমার দেহে তাই এ মুথা ঘাস
সবুজ থেকে আঁধার হলো রঙ,
রঙের দিন, রঙের দিন—হায়
নিচু হয়েই পুড়েছে বারোমাস!

এখন লোনাজলের চোখ, রাতে
দেখ কোনো নতুন নয়নজুলি
আসলে এই কৃষ্ণযামিনীতে
পড়েছে গৃহে শূন্যপদধূলি;

একদা সেও নক্ষত্রের ভাষা
ভিক্ষাঝুলি, ভিক্ষাঝুলি ভ'রে
পেরিয়েছিলো আপন পাগলামি,
পেরিয়ে যায় সকল পিপাসা।

ভিক্ষা পেলে, প্রোথিত তবু ভয়ে
ওরাও বীজ আকাঙ্ক্ষায় তুমি;
শরীর ছুঁয়ে যাদের ভাঙে ঘুম
তারা কি নামে বৃথাই অবক্ষয়ে?

তোমাকে পাই দিবারাত্রি ভ্রমে,
তোমাকে পাই নদীর জলে ভাসান,
দাতা যখন অগ্নিগৃহস্বামী—
দানপত্রে সাক্ষী থাকে শ্মশান।

সুহাসিনী একজন বাড়ির নাম

অমৃতেন্দু মন্ডল

সুহাসিনী একজন বাড়ির নাম।
সত্যিই শুচিস্মিতা ছিলেন তিনি, কিন্তু হাসতে পারতেন না
তিনি তাঁর মনখারাপগুলো নিঝুম দুপুরে
ঘুঘুপাখিদের কণ্ঠস্বরে ছড়িয়ে দিতেন
বাদবাকি ভাগ করে দিতেন গাছেদের মধ্যে
তাদের বিষাদছায়া লম্বা হয়ে বিছিয়ে পড়তো এঁদো পুকুরের জলে
সবার তো একটা খিড়কি-দরজা থাকে, সেই দরজা দিয়ে
বেরিয়ে এসে সুহাসিনী নিজের মুখ দেখতেন জলে

একটু বাদে, আরও সবটু বাদে
তারাভরা আকাশ নেমে আসতো পুকুরে
সুহাসিনী একটি তারার সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক খোঁজার
চেষ্টা করতেন। দেখতেন সবচেয়ে তীব্র তারাটি
অ্যাটাচি হাতে অফিসে গেছেন

আর যে তারাগুলো দশ মাস দশ দিনযাবৎ
তাঁর যৌবন ছিন্নভিন্ন করে উদ্ভুত,
তাদেরও কি ঠিক চিনতে পারতেন সুহাসিনী?

সুহাসিনী এখন একজন বাড়ির নাম।
সেখানে একটা গ্রেহাউন্ড অহরাত্র ধমক দেয়
সেই তীব্র তারাটির মতো
আরো দু-তিনটি বিভিন্ন স্বভাবের বিড়াল যারা
সুহাসিনীর যাবতীয় দুধ খেয়ে গিয়েছিল।

ছোট্ট বাঘ, এসো

নাহের হোসেন

ছোট্ট বাঘ তুমি চলো, আমি তোমার পাশে আছি
অরণ্যের ডালপালার মধ্য দিয়ে উঠে আসছে চাঁদ
আকাশ ভরে আছে আদিম সুষমায়, ছোট্ট বাঘ
তোমার নরম নরম থাবা ফেলে চলে এসো আমার সঙ্গে
সামনে গহ্বর সামনে প্রপাত সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে
প্রাচীন পাহাড়, নানান আকারের পাথর ছড়িয়ে
রয়েছে আশেপাশে, ডোরাকাটা হলুদ গা সাদা পেটের
বাচ্চা বাঘ আয় তোকে সাঁতার শেখাই, শেখাই
কী করে দাঁতাল কুমিরের থেকে বাঁচতে হয় এবং তাদের
ভালোবাসতে হয়, কী ভাবে ভালোবাসা জবরদখল
করেছে পৃথিবী, স্নান সেরে ছোট্ট বাঘ এসো নাচি
আগুনের চারপাশে এবং আগুনকে ব্যবহার করতে শিখি

ঈশ্বর

অরুণাংশ ভট্টাচার্য

খুব বেশিদিন হয়তো দেরি নেই যখন আমাদের কবিতার প্রধান বিষয় হবে ঈশ্বর, যখন আকাশে ছড়িয়ে থাকে এক নীলবর্ণ মসৃণ আলো, এক অদ্ভুত ধরনের শস্যঘ্রাণ প্রবাহিত হবে উপবৃত্তাকার পথে। ‘কোথায় সেই পৃথিবী যেখানে অদ্ভুত আঁধার এসে নেমেছিল একদিন’ –এই প্রশ্নে আমাদের পালটে যাওয়া জিনি, ঘনঘন রূপান্তরিত হতে থাকা ব্লাডগ্রুপ এবং ধাতব অস্তির ভিতরে ইতিহাসচেতনা নিদ্রাজড়িত চক্ষে উঠে দেখে এক অস্পষ্ট অন্ধকারে শিউলিফুলে ভরে আছে ট্রানজিট লাউঞ্জ, স্বয়ং ঈশ্বর এসে কুড়োচ্ছেন স্বপ্ন-বিজড়িত সেই ফুল– শ্রেষ্ঠকবিতার মতো মনে হচ্ছে তাকে। আমরা কি কবিতা লিখবো আর কখনও? কবিতা কি নির্মিত হতে থাকবে কোনও আয়োজন ছাড়াই শুধু ঈশ্বরের উপর ভর করে? খুব বেশিদিন দেরি নেই কবিতাকে হয়তো এমন এক ঈশ্বরনির্ভর হতে হবে যিনি আলো আর বুলবুলি সত্ত্বেও সদ্য প্রসূতির মতো অন্ধকার...